দৈনিক সংবাদ

16 JAN 1988

পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 7

014

রোকেয়া হলের চিঠি এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

লীনা রশিদ

সম্প্রতি এ পাতার সম্পাদকের হাতে বেশ ক'টি চিঠি এসেছে দেখলাম। ঠিক চিঠি বলা যায় না, রোকেয়া হলের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা সম্পর্কিত মতামত বলেই বেশী উপযোগী বর্ণনা হয়। চিঠিগুলোর কিছু দিক আছে যা অবশ্য আলোচ্য-অন্য দিকগুলো কিছুটা এলোমেলো এবং বিভ্রান্তিকর। সম্পাদকের অনুরোধেই আমার হল অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা হয়। আমি এ বিষয়ে লেখার দায়িত্ববোধ থেকেই কলম তুলে নি। যেহেতু উল্লেখ্য মতামতগুলোকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, সেইহেতু আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়গুলোকে কিছুটা পরিস্কার ভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব আমি নিজেই বহন করছি। এ ক্ষেত্রে একটি অনুরোধ আবাসিক ছাত্রী বোন এবং হল কর্তৃপক্ষকে তারা যেন বিষয়গুলোর যথার্থ যথার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন এবং সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথাও ভাবেন।

যে সমস্যা গুলো লেখায় উপস্থাপিত হয়েছে তা এমনটি দাড়ায়:

১) একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সন্ধে সাড়ে পাঁচ টায়) হলের গেট বন্ধের ঘন্টা পরে, এতে করে ছাত্রীদের প্রশ্ন :

ক) রোকেয়া হলের অদূরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার, সেটা রাত ন'টা অব্দি খোলা থাকে। যারা ঢাকার বাইরে থেকে এই উচ্চবিদ্যাপীঠে পড়ছে বাবা মায়ের টাকার শ্রাদ্ধ করে, তাদের কি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের প্রয়োজন নেই ? পড়বার জন্য লাইব্রেরী ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন সেই লাইব্রেরী ব্যবহার থেকে তারা কেন বঞ্চিত হবেন।

(খ) ছাত্রীরা কি কচি খুকিটি রয়েছেন যে,তাদের জন্য বিশেষভাবে সময় নির্দিষ্ট করে হলে প্রবেশ ঘটাতে হবে ? তাছাড়া যে শৃংখলা এবং নীতির কথা বলা হয়--তার লংঘন তো ভর দুপুরেও ঘটতে পারে। অর্থাৎ অবাধ মেলামেশাকে প্রশ্রয় না দিতেই যে ব্যবস্থা,সে রাতে কেন দিনেও তো ঘটতে পারে। আজকাল অর্থনৈতিক চাপে কিছু মেয়ের বাড়তি রোজগারের জন্য টিউশনি, রেডিও কিংবা অন্য কোথাও আংশিক সময়ের জন্যে কাজ করতে যেতে হয়। তাদের পক্ষে সেটা কি হলে থেকে করা সম্ভব ? যদি নাই সম্ভব হয় তাহলে কর্তৃপক্ষ তাদের আধিক অনটনের জন্যে কি করছেন ?

(ঘ) এইতো সামনেই আসছে ফেব্রুয়ারী মাস। আমাদের জাতীয় জীবনের জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সারা ফেব্রুয়ারী মাস জুড়েই হল ক্যাম্পের মধ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলতে থাকে। দেখা যায় এই সময় হলের মেয়েদের হলের মধ্যে বন্দী হয়ে দূর থেকে ভেসে আসা মাইকের আওয়াজ শোনা ছাড়া আর তেমন অন্য উপায় থাকে না। অন্য উপায় শেষ পর্যন্ত যদিওবা কেউ করতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে মুখোমুখি হতে হয় হলের শিলাবদ্ধ প্রশাসনকে। যারা হয়েছেন এর মুখোমুখি তারা জানেন সেটা কি জিনিস। এ ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায়, হল কর্তৃপক্ষ কি মেয়েদের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার এবং দেশের প্রবাহমান ঘটনাগুলোর সাথে পরিচিত হবার প্রয়োজন বোধ করেন না ? প্রশ্ন আরও আসে যে তাহলে এই যে হল কর্তৃপক্ষ তারাই বা কোন বাস্তব অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আজকে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের মত জায়গায় কাজ করছেন ?

ঙ) সকালে এবং বিকালে নির্দিষ্ট কিছুক্ষণ নিয়ম ছাড়া মেয়েদের কোন দর্শনার্থী তাদের সাথে দেখা করতে হলে আসতে পারবেন না। ঐ নির্দিষ্ট নিয়ম ছাড়া কোন দর্শনার্থী আসলে তাকে তার আত্মীয় কিংবা বন্ধু মেয়েকে হল কর্তৃপক্ষ ডেকে দিতে পারবেন না। এটা কি সম্ভব কোন অভিভাবক কিংবা